بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّى على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড
1

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly
BADAR Qadian
Bangla

সংখ্যা
36

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 10 নভেম্বর, 2016 10 নবুয়ত,1395 হিজরী শামসী 9 সফর 1437 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহর কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

যদি সারা বিশ্বের জাতিসমূহ আমার মোকাবেলায় একত্রিত হইয়া যায় এবং এই বিষয়ে পরীক্ষা হয় যে, খোদা কাহাকে অদৃশ্যের সংবাদ দেন, কাহার দোয়া কবুল করেন, কাহাকে সাহায্য করেন, এবং কাহার জন্য বড় বড় নিদর্শন দেখান তবে আমি খোদার কসম খাইয়া বলিতেছি, আমিই বিজয়ী থাকিব। কেহ কি আছ যে, এই পরীক্ষায় আমার মোকাবিলায় আসিবে ও হাজার হাজার নিদর্শন খোদা কেবল এইজন্য আমাকে দিয়াছেন যাহাতে শক্ররা জানিতে পারে যে, ইসলাম সত্য ধর্ম। আমি নিজের কোন মর্যাদা চাহি না, বরং তাঁহার মর্যাদা চাই যাঁহার জন্য আমি প্রেরিত হইয়াছি।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

প্রশ্ন-৯

যাহারা সৎ উদ্দেশ্যে আঁ হযরত (সা.)-এর বিরুদ্ধাচরণ করিল বা করে, আঁ হযরত (সা.)-এর রেসালতের অস্বীকারকারী, কিন্তু তাহারা খোদার একত্বে বিশ্বাসী, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং অসৎ কাজ হইতে বিরত থাকে তাহাদের সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করা উচিত?

উত্তর:

মানুষের সৎ উদ্দেশ্য সন্দেহমুক্ত হওয়ার প্রমাণিত হয়। অতএব যেক্ষেত্রে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে সন্দেহমুক্ততা লাভ করা যায় না, সেক্ষেত্রে সৎ উদ্দেশ্যের কী প্রমাণ হইল? উদাহরণস্বরূপ, খৃষ্টানদের অবস্থা এই যে, তাহারা প্রকাশ্যে একজন মানুষকে খোদা বানাইতেছে আর মানুষটিও এইরূপ যে বিপদাবলীর লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়। * আর্য সমাজীরা নিজেদের পরমেশ্বরের অস্তিত্ব কোন যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করে না। কেননা, তাহাদের দৃষ্টিতে তিনি স্রষ্টা নহেন যাহাতে সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্রষ্টাকে সনাক্ত করা যায়। তাহাদের ধর্মের দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী খোদা তা'লা অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন করেন না, না বৈদিক যুগে প্রদর্শন করিয়াছেন না যাহাতে অলৌকিক ক্রিয়ার মাধ্যমে পরমেশ্বরের প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহাদের নিকট এই প্রমাণও নাই যে, পরমেশ্বরের প্রতি অদৃশ্যের জ্ঞান, শুনা, বলা, মহিমা দেখানো এবং দয়ালু হওয়া, ইত্যাদি যে সকল গুণ আরোপ করা হয়, প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল গুণ তাহার মধ্যে আছে। অতএব তাহাদের পরমেশ্বর কেবল কল্পিত পরমেশ্বর। খৃষ্টানদের অবস্থা ইহাই। তাহাদের খোদা ইলাহামের উপরও মোহর লাগিয়া গিয়াছে। অতএব এইরূপ পরমেশ্বর বা খোদার উপর ঈমান আনার ক্ষেত্রে কীভাবে সন্দেহমুক্ত হওয়া যায়? যে ব্যক্তি স্বীয় খোদার উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখে না, সে কীভাবে পরিপূর্ণরূপে খোদাকে ভালবাসিতে পারে এবং কীভাবে শেরেকমুক্ত হইতে পারে? খেদা স্বীয় রসূল নবী করীম (সা.)-এর 'হুজ্জত' (দলিল-প্রমাণের সাহায্যের সত্যতার প্রমাণ) পূর্ণ করার ক্ষেত্রে কোন ঘাটতি রাখেন নাই। তিনি এক সূর্যের ন্যায় আগমণ করেন এবং সবদিক হইতেই স্বীয় জ্যোতিঃ প্রকাশ করেন। অতএব, যে ব্যক্তি এই প্রকৃত সূর্য হইতে মুখ ফিরাইয়া নেয় তাহার কল্যাণ নাই। আমি তাহাকে সৎ উদ্দেশ্যের অধিকারী বলিতে পারি না। যে ব্যক্তি কুষ্ঠরোগী এবং কুষ্ঠ যাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে সে কি বলিতে পারে যে, আমি কুষ্ঠ রোগী নহি এবং আমার চিকিৎসার প্রয়োজন নাই? যদি সে এইরূপ বলে আমরা কি তাহাকে সৎ উদ্দেশ্যের অধিকারী বলিতে পারি? এতদ্ব্যতীত যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, পৃথিবীতে এইরূপ ব্যক্তি আছে, যে সম্পূর্ণ সৎ উদ্দেশ্যে এবং এইরূপ পরিপূর্ণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যেরূপ প্রচেষ্টা সে পার্থিব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য করে, ইসলামের সত্যতা পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে নাই তবে তাহার হিসাব খোদার নিকট আছে। কিন্তু আমি আমার সারা জীবনে এইরূপ কোন ব্যক্তিকে দেখি নাই। * এইজন্য আমি এই বিষয়টিকে নিশ্চিতরূপে অসম্ভব বলিয়া জানি যে, কোন ব্যক্তি বিবেক ও ন্যায়-বিচারের দৃষ্টিকোণ হইতে অন্য কোন ধর্মকে ইসলামের উপর প্রাধান্য দিতে পারে। নির্বোধ ও মুর্খ ব্যক্তিরা অবাধ্য আত্মার (নফসে আম্মারার) শিক্ষার দরুন একটি কথা শিখিয়া নেয় যে, কেবল তওহীদ যথেষ্ট এবং নবী করীম (সা.)-এর অনুবর্তিতার প্রয়োজন নাই। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, নবীগণ তওহীদের জননী হইয়া থাকেন, যাঁহাদের দ্বারা তওহীদের জন্ম হইয়া থাকে। তাঁহাদের দ্বারাই খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। খোদা তা'লার চাইতে 'এতমামে হুজ্জত' (পূর্ণ যুক্তি ও দলিলের সাহায্যে সত্যতার প্রমাণ) আর কে অধিকা জানিতে পারে? তিনি স্বীয় নবী করীমের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য পৃথিবী ও আকাশকে নিদর্শনাবলী দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছেন। এখন এই যুগেও খোদা এই অধম সেবককে প্রেরণ করিয়া আঁ হযরত (সা.)-এর সত্যায়নের জন্য হাজার হাজার নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছেন। এই গুলি বৃষ্টিধারার ন্যায় পতিত হইতেছে। অতএব 'এতমামে হুজ্জত'-এ আর কোন্ ঘাটতি বাকী রহিল? যে ব্যক্তিরবিরুদ্ধাচরণ করার বুদ্ধি আছে সে কেন একমত হইবার কথা ভাবিতে পারে না? যে রাত্রিতে দেখিতে পারে সে কেন প্রকাশ্য দিবালোকে দেখিতে পায় না? অথচ মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পথের চাইতে সত্যায়নের পথ অনেক সহজ। হ্যাঁ, যে ব্যক্তি জ্ঞানশূন্য এবং যাহার মধ্যে মানববীয় শক্তির পরিমাণ কম তাহার বিচারের ভার খোদার উপর ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। তাহার সম্পর্কে আমি বলিতে পারি না। সে ঐ সকল মানুষের ন্যায় যাহারা বল্যকালে ও শৈশবে মারা যায়। কিন্তু এক খল অস্বীকারকারী এই বাহানা পেশ করিতে পারে না যে, আমি সৎ উদ্দেশ্যে অস্বীকার করি। দেখা উচিত তওহীদ রেসালতের বিষয়টি অনুধাবন করার জন্য তাহার ইন্দ্রিয় সক্ষম কি না। যদি জানা যায় যে, সে অনুধাবন করিতে পারে, কিন্তু দুষ্টামী করিয়া অস্বীকার করে, তবে কীভাবে সে অক্ষম থাকিতে পারে? যদি কেহ সূর্যের আলো দেখিয়া বলে যে, ইহা দিন নয় বরং রাত, এরূপ অবস্থায় আমরা কি তাহাকে অক্ষম বলিতে পারি? অনুরূপভাবে যে সকল লোকেরা ইচ্ছাকৃতভাবে কূটতর্ক করে এবং ইসলামের যুক্তি-প্রমাণকে খন্ডন করিতে পারে না, আমরা ধারণা করিতে পারি কি যে, তাহারা অক্ষম? ইসলাম তো একটি জীবন্ত ধর্ম। যে ব্যক্তি জীবন্ত ও মৃতের মধ্যে পার্থক্য করিতে পারে সে কেন ইসলাম ত্যাগ করে এবং মৃত ধর্ম গ্রহণ করে?

খোদা তা'লা এই যুগেও ইসলামের সমর্থনে বড় বড় নিদর্শন প্রকাশ করেন, যেমন এই ব্যাপারে আমার নিজেরই অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। আমি দেখিতেছি যে,

এরপর সাতের পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০০৮ সালের ২২ শে অক্টোবর বৃটিশ পার্লামেন্টে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের পঞ্চম খলীফা

হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.)- এর ঐতিহাসিক ভাষণ

(প্রথম কিস্তি)

সর্ব প্রথমে শ্রদ্ধাস্পদ ও সম্মানীয় অতিথিবৃন্দ, পার্লামেন্টের সদস্যবৃন্দ ও সুযোগ্য সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গকে আমি ধন্যবাদ জানাই যাঁরা একটি ধর্মীয় সংস্থার নেতাকে আপনাদেরকে কয়েকটি কথা বলার জন্য অনুমতি দিয়েছেন। আমি সর্বধীক কৃতজ্ঞ আমাদের এলাকার স্থানীয় পার্লামেন্টারী সদস্য জাস্টিন গ্রিনিং এর নিকট যিনি তাঁর নির্বাচনী এলাকায় একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের খাতিরে আহমদীয়া খিলাফতের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এইরকম একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন যেটা তাঁর এক মহান ও উন্মুক্ত হৃদয়ের পরিচয় প্রকাশ করে। এবং সেই সাথে তাঁর এলাকায় বসবাসকারী প্রত্যেক জনগোষ্ঠি ও সম্প্রদায়ের ভাবাবেগ সম্পর্কে তাঁর উদ্বেগেরে কথাও প্রকাশ করেন।

আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় যদিও একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় তবুও এটা ইসলামের খাঁটি ও বিশুদ্ধ শিক্ষার পতাকাবাহক প্রতিনিধি। তথাপি বৃটেনে বসবাসকারী প্রত্যেক আহমদী দেশের অত্যন্ত ভক্ত নাগরিক। আর এটা মহানবী (সাঃ) এর শিক্ষার কারণে যিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, নিজেদের দেশের প্রতি ভালবাসা প্রত্যেকের ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের স্থাপক যাকে আমরা প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তা ও এই যুগের সংস্কারক হিসাবে বিশ্বাস করি তিনি ইসলামের এই শিক্ষাকে আরো সুসংহত ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ করে তুলে ধরেছেন।

তিনি তাঁর দাবী ঘোষণা করে বলেন সর্বশক্তিমান খোদাতা'লা তাঁর উপর দুটো দায়িত্বভার আরোপ করেছেন- একটি আল্লাহতা'লার অধিকার এবং অপরটি আল্লাহর সৃষ্টির অধিকার। তিনি সর্বদাই বলতেন আল্লাহর সৃষ্টির প্রাপ্য অধিকার সমূহ সম্পাদন করা সবচেয়ে কঠিন ও ঈমান পরীক্ষায় সুন্দর কাজ।

খিলাফত সম্পর্কে আপনারা ভয় পেতে পারেন যে, একটি সময় আসবে যখন ইতিহাস নিজের কথা পুনর্বার বলবে এবং এই ধরনের নেতৃত্বের ফলে যুদ্ধ সমূহ আরম্ভ হতে পারে। যাহোক আমি আপনাদের আশ্বস্ত করছি যে, যদিও ইসলামের বিরূদ্ধে এই রকম দোষারোপ ছড়ানো হয়েছে তবুও আল্লাহতা'লার ইচ্ছায় পৃথিবীতে আহমদীয়া খিলাফত সর্বদা শান্তিও ঐক্যের পতাকাবাহক হিসাবে পরিচিত থাকবে। এর পাশা পাশি আহমদীরা নিজের দেশের প্রতি সর্বদা অনুগত থাকবে। এখানে আহমদীয়া খিলাফত ত্রাণতর্কা ও সংস্কারকের প্রচারকার্যকে চিরস্থায়ী করবে। সুতরাং খিলাফতকে ভয় করার নিশ্চিত যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ থাকবে না। আহমদীয়া খিলাফত এই দুটি কর্তব্য সমাধা করার জন্য আহমদীয়া সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যার জন্য প্রতিশ্রুত সংস্কারকের আগমন ঘটেছিল। ফল স্বরূপ খিলাফত পৃথিবীতে শান্তি ও ঐক্য সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে।

সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে আমি এখন মূল বিষয় বস্তর দিকে আসছি। আমরা যদি বিগত কয়েকটি শতাব্দীকে নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করি তাহলে লক্ষ্য করব যে, সে যুগের যুদ্ধগুলো আসলে ধর্মযুদ্ধ ছিল না। সেগুলির বেশিরভাগই ছিল দেশের রাজনীতির সাথে সম্পর্কযুক্ত এমনকি আজকের দিনের লড়াই ও শত্রুতার মাঝে আমরা লক্ষ্য করি যে, সেগুলি রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক স্বার্থে সংঘটিত হচ্ছে।

আজ পৃথিবীর গতি প্রকৃতি দৃষ্টে আমার ভয় এই পৃথিবীর দেশসমূহের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক গতিবিজ্ঞান একটি বিশ্বযুদ্ধের দিকে চালিত করছে। এদ্বারা শুধু যে গরীব দেশগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হতে চলেছে তা নয় বস্তুতঃ ধনী দেশগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং মহাশক্তিধর দেশগুলো একত্রে বসে মানবজাতিকে মহাবিপদের কিনারা থেকে উদ্ধার করার জন্য একটি উপায় বের করুন।

উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বৃটেন একটি দেশ যা ঐ সমস্ত দেশকে প্রভাবিত করতে উদ্দ্যোগ নিতে পারে। বৃটেন যদি ইচ্ছা করে তবে সে পৃথিবীকে পথনির্দেশ দিতে পারে, তাদের নিরপেক্ষতা ও সুবিচারের দাবিসমূহ পুরনের মাধ্যমে।

সদ্য বিগত অতীতের দিকে যদি তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, বৃটেন অনেক দেশ শাসন করেছে এবং সেখানে বিশেষ করে উপমহাদেশে ও পাকিস্তানে ন্যায় বিচার ও ধর্মীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে একটি উঁচুমানের দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন। আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় এর সাক্ষ্য দিয়েছে এবং আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বৃটিশ ন্যায় বিচার নীতি ও ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদানের ভূয়সী প্রসংশা করেছেন। আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা যখন মহারানী ভিক্টোরিয়ার হিরক জয়ন্তী উৎসবে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন এবং ইসলামের বাণী তার নিকট নিয়ে যান তখন তিনি বিশেষ করে প্রার্থনা করেন যে, বৃটিশ সরকারের নিরপেক্ষতার সাথে ন্যায় বিচারের দাবির সম্পাদনে আচরণের বিবেচনায় সর্বশক্তিমান আল্লাহতা'লা এই জয়ন্তীকে প্রভুত পুরস্কারে ভূষিত করুন।

সুতরাং আমাদের ইতিহাস প্রকাশ করে যে, বৃটেনের প্রদর্শিত এই সুবিচার আমরা সব সময় স্বীকার করেছি। আমরা আশা করি যে, ভবিষ্যতেও বৃটিশ সরকারের ন্যায় বিচার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে থাকবে। তা শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রে নয় সর্বক্ষেত্রে। আপনারা আপনাদের অতীতের ভালগুণাবলী কখনই ভুলবেন না।

আজ পৃথিবীতে ভয়ানক হাঙ্গামা ও অস্থিরতা বিরাজ করছে। আমরা দেখছি কিছু জায়গায় মহাশক্তিধর দেশগুলো শান্তি স্থাপনের চেষ্টার দাবী করছেন তখন ছোট ছোট আকারের যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছে। যদি ন্যায় বিচারের দাবি সমূহ সমাধা না করা হয় তাহলে এই দাবানল এবং স্থানীয় যুদ্ধের অগ্নিশিখা সারা পৃথিবীকে ভীষণ খারাপ অবস্থার দিকে নিয়ে যাবে এবং পৃথিবী বিবাদে জড়িয়ে পড়বে। সুতরাং আমার বিনীত অনুরোধ আপনারা পৃথিবীকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করুন।

আমি এখন সংক্ষেপে উল্লেখ করব ইসলামের কী শিক্ষা পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করবে অথবা এই শিক্ষার আলোতে কিভাবে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হতে পারে। এটাই তাদের কাছে আমার আবেদন শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যাদেরকে প্রাথমিকভাবে সম্বন্ধ করে বলেছি বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায় তাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে সক্ষম কিন্তু পৃথিবীর সকল দেশের মহাশক্তির সরকার সমূহেরও কর্তব্য তাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করা। আজকের দিনে এই যুগে পৃথিবী যখন একটি অভিন্ন গ্রামের সামগ্রিকরূপ নিয়েছে যা পূর্বে কল্পনা করা যায় নি তখন মানব জাতি হিসাবে অবশ্যই আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে ভাবতে হবে এবং মানবাধীকারের সমস্যা সমূহ সমাধান করবার জন্য মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে যা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠাতে সাহায্য করতে পারে। পরিস্কার ভাবে বলতে গেলে এই প্রচেষ্টা একটি ন্যায় এবং সুবিচারের দাবিসমূহের মীমাংসার ভিত্তিতে গড়ে উঠবে।

বর্তমান সময়ের বহুল সমস্যার মধ্যে একটি সমস্যা প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে ধর্মের কারণে ঘটেছে। মুসলমানদের মধ্যকার কিছুদল বেআইনি অবৈধ আত্মঘাতী বোমা ব্যাবহারকারীরা ধর্মের নামে বোমা নিক্ষেপ করে কর্মরত সৈনিকসহ বহু নির্দোষ বেসামরিক কর্মচারী অমুসলমান ব্যক্তি ও শিশুদের নৃশংসভাবে হত্যা করছে। এই নিষ্ঠুর পাশবিক কার্যকলাপ ইসলামে সম্পূর্ণভাবে অগ্রহণযোগ্য। কিছু এহেন অমানবিক আচরণের জন্য একটি সম্পূর্ণ ভূল ধারণা অমুসলিম দেশগুলিতে তৈরি হয়েছে। এর ফলে সমাজের অনেকাংশের মানুষ ইসলামের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মুখ খুলেছে আবার অনেকে প্রকাশ্যে না বললেও ইসলাম সম্পর্কে তাদের হৃদয়ে সুধারণা পোষণ করে না। এই জিনিসটিই পশ্চিমি দেশগুলির অমুসলিম দেশসমূহের জনগণের মনে মুসলমানদের সম্পর্কে অবিশ্বাস সৃষ্টি করছে। এবং অল্প সংখ্যক মুসলিমদের এই রকম দৃষ্টিভঙ্গির কারণে পরিস্থিতির উন্নতির পরিবর্তে অমুসলিমদের প্রতিক্রিয়া দিন দিন ক্রমশ খারাপ হয়ে চলেছে।

এই ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়ার প্রাথমিক উদাহরণ হচ্ছে ইসলামের পবিত্র মহানবীর সুমহান চরিত্রও মুসলমানদের পবিত্র কোরআনের উপর আক্রমণ। যে কোন দলেরই হোক না কেন বৃটিশ রাজনীতিবিদগণ ও পণ্ডিতবর্গের এই বিষয়ে অন্যান্য দেশের রাজনীতিবিদদের থেকে দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। এই কারণেই আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। সংবেদনশীলতার উপর এইরূপ আঘাত ঘৃণা ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাওয়া ছাড়া কি-ই বা করতে পারে? এইরূপ ঘৃণা চরমপন্থী মুসলিমদের ইসলাম বহির্ভূত কার্যকলাপের প্ররোচিত করবে যার প্রতিক্রিয়ায় অমুসলমান সদস্যদের বিরোধীতার সুযোগ প্রদান করবে।

ক্রমশঃ.....

জুমআর খুতবা

আল্লাহ্ তা'লা কৃপায় আজ থেকে জামাতে আহমদীয়া কানাডার জলসা সালানা শুরু হচ্ছে।
জলসার উদ্দেশ্য হলো আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করা। যদি আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে উন্নতি না হয় তাহলে জলসায় অংশগ্রহণ অর্থহীন।

আহমদীদের একটি বড় সংখ্যা জলসার জন্য কাদিয়ান যাওয়া এবং অনুরূপে যুগ খলীফা যেখানে রয়েছেন সেখানে আহমদীদের বিরাট সংখ্যায় জলসায় অংশ গ্রহণ করা - এর কোনটিই সম্ভব নয়। পৃথিবীতে যেভাবে জামাত বিস্তৃতি লাভ করছে এবং উন্নতি করছে এর কারণে পৃথিবীর সকল দেশে যেখানেই জামাত রয়েছে সেখানে এভাবে জলসার ব্যবস্থা করা আবশ্যক ছিল যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে অনুষ্ঠিত হত।

প্রত্যেক আহমদীর অপর আহমদীর সাথে ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে দৃঢ় করা উচিত। আর এই সম্পর্ক বন্ধন এতটা দৃঢ় এবং স্থায়ী হওয়া উচিত যেন কোন কথা এই সম্পর্কে ফাটল ধরাতে না পারে এবং এটিকে ছিন্ন করতে না পারে।

কানাডা জামাত এ বছর ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে

এর গুরুত্ব তখনই বাস্তবায়িত হবে যখন কানাডায় বসবাসকারী প্রত্যেক আহমদী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে বয়আতের অঙ্গীকার পূর্ণ করার প্রচেষ্টা করবে। তিনি (আ.) আমাদের কাছে যে প্রত্যাশা করেছেন তা পূরণ করতে হবে। নতুবা ৫০ বছর হোক বা এর চেয়ে বেশি হোক তাতে কিছু আসে যায় না।

খিলাফতের আহমদীয়ার মাধ্যমে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) পৃথিবীতে আগমণের উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে, জলসা সালানা সেই ধারাবাহিকতার একটি শৃঙ্খল।

আমাদের বয়আত গ্রহণের পর তিনি (আ.) আমাদের মাঝে এক উন্নতমান দেখতে চেয়েছেন। জলসার উদ্দেশ্য হলো সেই মান অর্জনের চেষ্টা করা।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতির আলোকে জামাতের সদস্যদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন আনয়নের জন্য তাকিদপূর্ণ উপদেশাবলী।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মিসিসাওজা ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে **প্রদত্ত ৭ ই অক্টোবর , ২০১৬, এর জুমুআর খুতবা (৭ ইখা ,১৩৯৫ হিজরী শামসী)**

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা কৃপায় আজ থেকে জামাতে আহমদীয়া কানাডার জলসা সালানা শুরু হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে প্রত্যেক বছর সারা পৃথিবীর জামাত সমূহ নিজ নিজ জলসার আয়োজন করে থাকে। এজন্য যে, আল্লাহ্ পক্ষ থেকে সংবাদ লাভ করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই জলসার সূচনা করেছিলেন।

(আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬১১ থেকে সংকলিত)

এবং বলেছিলেন যে, বছরে তিন দিন কাদিয়ানে সমবেত হও। কোন মেলা, কোন আমোদ-প্রমোদ এবং ক্রীড়া-কৌতুক বা কোন জাগতিক উদ্দেশ্য অর্জন করার উদ্দেশ্যে নয়। বরং ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি এবং এর বিস্তৃতি আর মা'রেফাত বা তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতির উদ্দেশ্যে সমবেত হও।

(আসমানী ফায়সালা, রূহানী খাযায়েন, ৪র্থ খণ্ড পৃষ্ঠা: ৩৫১-৩৫২ থেকে সংকলিত)

মা'রেফাত বা তত্ত্বজ্ঞান কি? তত্ত্বজ্ঞান বলতে বোঝায় কোন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন, সেই বিষয়ে বুৎপত্তি লাভ করা এবং তার গভীরতায় পৌঁছানো। তিনি (আ.) কোন মারেফাত-এ উন্নতি চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে, শুধু বাহ্যিকভাবে যেন এই কথার বহিঃপ্রকাশ না ঘটে যে, আমরা মুসলমান বা আমরা কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' উচ্চারণকারী, বরং তিনি ইসলাম গ্রহণের পর ঈমানের ক্ষেত্রে আমাদের উন্নতি দেখতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ যদি পাঠ করে থাক তাহলে এটি বোঝার চেষ্টা কর যে, আল্লাহ্ তা'লা কি বা কে এবং তিনি আমাদের কাছে কি চান, আল্লাহ্ তা'লার অধিকার কি কি, আর কিভাবে আমাদের তা প্রদান করতে হবে, খোদার নির্দেশাবলী কিভাবে আমাদের বুঝতে হবে আর কিভাবে সেগুলোর ওপর আমল করতে হবে। আমরা হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লার রসূল হিসেবে মেনেছি, তাঁকে খাতামুল আম্বিয়া মেনেছি, তাই তাঁর আদেশ-নিষেধ, তাঁর শিক্ষা এবং রীতি-নীতি সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং এর ওপর আমল করার পথ অন্বেষণ করা উচিত।

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮৩ থেকে সংকলিত)

তাঁর জীবন কেমন ছিল ? সে সম্পর্কে জ্ঞান কিভাবে লাভ হবে? এ সম্পর্কে হযরত আয়েশা (আ.)-র উত্তর নিজের মাঝে সবকিছু পরিবেষ্টন করে রেখেছে যা তিনি এক প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন। যখন সে মহানবী (সা.)-এর জীবন এবং সীরাত সম্পর্কে প্রশ্ন করে তখন হয়রত আয়েশা (রা.) উত্তর দেন যে, তুমি কি কুরআন পাঠ করনি। অতএব কুরআন যা বলে সেটিই তাঁর (সা.)-জীবনের এবং তাঁর প্রতিটি কর্মের বিশদ ব্যাখ্যা।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বাল, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা:১৪৪-১৪৫)

অতএব মহানবী (সা.)-এর বিষয়ে এটি হলো সেই মারেফাত বা তত্ত্বজ্ঞানের কথা যা এক মু'মিনের অর্জন করার চেষ্টা করা উচিত। আর এর জন্য কুরআন শরীফ পাঠ করা এবং বোঝা আবশ্যক। অতঃপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, জলসার উদ্দেশ্য হলো আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করা। মা'রেফাত বা তত্ত্বজ্ঞান লাভের পর শুধু জ্ঞান অর্জন পর্যন্তই যেন তা সীমাবদ্ধ না থাকে বরং তা আধ্যাত্মিকতা এবং আমলের ক্ষেত্রে উন্নতির মাধ্যম হওয়া উচিত। যদি আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে উন্নতি না

হয় তাহলে জলসায় অংশগ্রহণ অর্থহীন। তিনি বলেন, জলসার একটি উপকারিতা যার জন্য প্রত্যেক আগমনকারীর চেষ্টা করা উচিত তা হলো, পরস্পর পরিচিত হওয়া। আর এই পরিচয় বস্তুবাদী লোকদের মতো কেবল সাময়িক পরিচিতি যেন না হয় বরং প্রত্যেক আহমদীর অপর আহমদীর সাথে ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে দৃঢ় করা উচিত। আর এই সম্পর্ক বন্ধন এতটা দৃঢ় এবং স্থায়ী হওয়া উচিত যেন কোন কথা এই সম্পর্কে ফাটল ধরাতে না পারে এবং এটিকে ছিন্ন করতে না পারে।

(আসমানী ফায়সালা, রূহানী খাযায়েন, ৪র্থ খণ্ড পৃষ্ঠা:৩৫২ থেকে সংকলিত)

তিনি আরো বলেন, তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি কর।

(শাহাদাতুল কুরান, রূহানী খাযায়েন ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৯৪)

এটি জলসার উদ্দেশ্যাবলীর মাঝে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি উদ্দেশ্য। এটি ছাড়া একজন মু'মিন প্রকৃত মু'মিন আখ্যায়িত হতে পারে না। যে জ্ঞান অর্জন করা হয়েছে, আধ্যাত্মিকতার যে মান অর্জিত হয়েছে, আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের সাথে ভালোবাসার যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে, পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে, সেটিকে এখন স্থায়ী রূপ দেওয়া এবং নিজেদের জীবনের স্থায়ী অংশে পরিণত করাই হল তাকওয়া।

অতএব এই বিষয়গুলো অর্জনের জন্যই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জলসার সূচনা করেন এবং বলেন, প্রত্যেক বছর মানুষ যেন এই জলসার উদ্দেশ্যে কাদিয়ান আগমন করে। সেই জলসাগুলি কতই না বরকতময় ছিল যাতে স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অংশ গ্রহণ করে সরাসরি জামাতকে নসীহত প্রদান করতেন, জামাতের সদস্যদের তরবীয়ত করতেন,তাদের আধ্যাত্মিক পিপাসা নিবারণ করতেন। তাঁর (আ.)-এর তিরোধানের পর সেটি তো আর হতে পারে না। নবীর বিশেষ মর্যাদা তাঁরই বিশেষত্ব হয়ে থাকে আর মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যিনি এসেছেন, খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুসারে যিনি আগমন করেছেন, যাকে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে ধর্মকে সঞ্জীবিত করার জন্য প্রেরণ করেছেন, নিঃসন্দেহে তাঁর নিজস্ব এক বিশেষ মর্যাদা ছিল। কিন্তু এটিও আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপা যে, তাঁর কাছ থেকে সংবাদ লাভ করে তিনি (আ.) বলেন, তাঁর তিরোধানের পর কুদরতে সানীয়া অর্থাৎ খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। অতএব সেই খিলাফত ব্যবস্থার সূচনা হয়েছে এবং খিলাফতে আহমদীয়ার মাধ্যমে তাঁর মিশন বা পৃথিবীতে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কাজ অব্যাহত রয়েছে। জলসার ব্যবস্থাও এই ধারাবাহিকতারই একটি অংশ। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তিরোধানের পর কাদিয়ানে যখন খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় তখন খিলাফতের অধীনে প্রায় ৪০ বছর পর্যন্ত জলসা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এরপর পাকিস্তানে খিলাফতের হিজরতের কারণে পরবর্তীতে রাবওয়ায় জলসা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। আর একই সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জামাতের বিস্তৃতি এবং প্রসার ঘটতে থাকে। যদিও বহির্বিশ্বে জামাতের মিশন কাদিয়ান থেকে হিজরতের পূর্বেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল, বিশেষ করে আফ্রিকায় খুবই দৃঢ় জামাত প্রতিষ্ঠিত হওয়া শুরু হয়েছিল কিন্তু প্রত্যেক আগামী দিন এবং মাস আর বছরে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীন জামাত সমূহে সমধিক দৃঢ়তা এবং বিস্তৃতি ঘটতে থাকে। এমনকি শত্রুরা জামাতের এই উন্নতি দেখে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে আহমদীদের বিরুদ্ধে চরম নিষ্পেষণ মূলক আইন প্রণয়ন করে যার কারণে যুগ খলীফাকে সেখান থেকে হিজরত করতে হয়। আর একই সাথে আহমদীদের একটি বিরাট অংশও সেখান থেকে হিজরত করে। খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহ.)-এর লন্ডনে হিজরতের পর, যেখানে লন্ডনের জলসা সমূহে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয় এবং বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা লাভ করে সেখানে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জলসাও নতুনত্ব লাভ করে এবং এরপর ক্রমশই এর উন্নতি হতে থাকে। আর আজ পৃথিবীর সর্বত্র জলসার এক নতুন রূপ দেখা যায়। আহমদীদের একটি বড় সংখ্যা জলসার জন্য কাদিয়ান যাওয়া এবং অনুরূপে যুগ খলীফা যেখানে রয়েছেন সেখানে আহমদীদের বিরাট সংখ্যায় জলসায় অংশ গ্রহণ করা - এর কোনটিই সম্ভব নয়। পৃথিবীতে যেভাবে জামাত বিস্তৃতি লাভ করছে এবং উন্নতি করছে এর কারণে পৃথিবীর সকল দেশে যেখানেই জামাত রয়েছে সেখানে এভাবে জলসার ব্যবস্থা করা আবশ্যক ছিল যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে অনুষ্ঠিত হত। তিনি (আ.) আমাদেরকে নিজেদের অবস্থায় পরিবর্তন আনয়নের জন্য বছরে কমপক্ষে একবার তরবিয়তের উদ্দেশ্যে সমবেত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

অতএব আপনারাও আজ এখানে সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যই সমবেত হয়েছেন যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেছিলেন। প্রতি বছর এই উদ্দেশ্যেই আপনারা একত্রিত হন। আর এবছর বিশেষভাবে আপনারা এখানে এজন্য সমবেত হয়েছেন কেননাএখানে জামাত প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পূর্তি হয়েছে। অনেকের হয়তো এই বিষয়ে ভিন্ন মত থাকতে পারে, কিন্তু যেহেতু কোন না কোন মান নির্ধারণ করতে হয়, তাই যখন থেকে জামাতের রেজিস্ট্রেশন হয়েছে সেটিকে মান হিসেবে নির্ধারণ করে ৫০ বছর গণনা করা হয় নতুবা কেউ কেউ তো এটিও বলে যে, এখানে ১৯১৯ সালেই আহমদীরা চলে এসেছিল। যাহোক এই দেশে জামাত এ বছর তাদের ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন করছে, আর এ কারণেই আমীর সাহেব বিশেষভাবে তাগিদপূর্বক আমাকেও এখানে আসার অনুরোধ করেছেন। এই মর্মে যে, কানাডা জামাত এ বছর ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে এই জলসাও আশা করা হচ্ছে বেশ বড় জলসা হবে, অতএব আপনি আসুন। আমি যেভাবে বলেছি, যুগ খলীফার উপস্থিতিতে জনসমাগমও বেশি হয় আর এ বছর এই কারণে অর্থাৎ আমার আগমনের কারণে বহির্বিশ্ব থেকেও অনেকেই এসে থাকবেন আর হয়তো আসছেনও।

যাইহোক এই বছরটিকে আপনারা অর্থাৎ এখানকার বসবাসকারী আহমদীরা বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন। কিন্তু প্রত্যেক আহমদীর স্মরণ রাখা উচিত যে, এর গুরুত্ব তখনই বাস্তবায়িত হবে যখন কানাডায় বসবাসকারী প্রত্যেক আহমদী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে বয়আতের অঙ্গীকার পূর্ণ করার প্রচেষ্টা করবে। তিনি (আ.) আমাদের কাছে যে প্রত্যাশা করেছেন তা পূরণ করতে হবে। নতুবা ৫০ বছর হোক বা এর চেয়ে বেশি হোক তাতে কিছু আসে যায় না।

আমি যেভাবে বলেছি, পাকিস্তানের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক আহমদী পাকিস্তান থেকে অন্যান্য দেশে হিজরত করেছেন। আর আপনাদেরও সংখ্যা গরিষ্ঠ শ্রেণী এই হিজরতের কারণেই এখানে এসেছেন। ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভের জন্য আপনারা হিজরত করেছেন। আর এই দেশের সরকার আপনাদেরকে এখানকার নগরিকত্ব এজন্য দিয়েছে যেন আপনারা স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্মীয় শিক্ষার ওপর অনুশীলন করতে পারেন। অতএব ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গিকারের পাশাপাশি এখানে বসবাসকারী প্রত্যেক আহমদীর একটি অনেক বড় দায়িত্ব হলো, যে উদ্দেশ্যে হিজরত করেছেন তা অর্জনের চেষ্টা করা। আপনারা নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অবহিত করুন যে, কিরূপ পরিস্থিতিতে আপনারা পাকিস্তান থেকে বের হয়ে এসেছেন। আর এখানে এসে আপনাদের অবস্থার উন্নতি এটি দাবি করে যে, আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে আমরা যেন তাঁর আদেশাবলীর ওপর আমলকারী হই। বয়আতের সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে আমরা যে ওয়াদা করেছি তা যেন পূর্ণ করি। যার মধ্যে একটি হলো, আমি কুরআন করীমের অনুশাসনকে শতভাগ শিরোধার্য করব।

(ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৫৬৪ থেকে সংকলিত)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যত সুন্দর ও স্পষ্টভাবে এই সব কথা অর্থাৎ এসব আদেশ-নিষেধ আমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন, বর্তমান যুগে আমাদের সেগুলোর প্রতি বিশেষদৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন কেননা তাঁর (আ.)-চেয়ে উত্তমভাবে আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর কথা এবং বাণীকে আর কারো পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তিনি (আ.) যেভাবে পথ নির্দেশনা দান করেছেন সেটিকে অবলম্বন করে ধর্মীয় শিক্ষা আর আল্লাহ্ তা'লার বাণী সম্পর্কে চিন্তা এবং প্রণিধানের মাধ্যমে আমরা নিজেদের মন-মস্তিষ্ককে আলোকিতএবং ঈমানকে দৃঢ় করতে পারি। এই প্রেক্ষিতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে অগণিত নসীহত করেছেন যা জ্ঞান এবং কর্মের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা লাভের জন্য আবশ্যক। আমাদের বয়আত গ্রহণের পর তিনি (আ.) আমাদের মাঝে এক উন্নতমান দেখতে চেয়েছেন। জলসার উদ্দেশ্য হলো সেই মান অর্জনের চেষ্টা করা। অতএব প্রত্যেক আহমদীর সর্বদা এই কথাকে নিজেদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। এখন হয়তো বা অনেকেই এমন হবেন যারা জলসায় তো এসে গেছেনকিন্তু পূর্ণ মনোযোগ সহকারে শুনছেন না, অথবা অনেকে হয়তো সফরের কারণে ক্লান্তও হবেন এবং তন্দ্রাও হয় তো আসছে, তাদের সবাইকে আমি বলছি, আমি যেসব কথা বর্ণনা করছি এগুলো মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন আর পূর্ণ মনোযোগের সাথে বসার চেষ্টা করুন। ত্রিশ বা চল্লিশ মিনিট

সময় এমন কোন বেশি নয় যা মানুষের জন্য সহন করা সম্ভব হবে না। আর জলসায় আগমনের উদ্দেশ্য তখনই পূর্ণ হবে যখন আপনারা এই কথা গুলোও শুনবেন যা আমি বলছি এবং সেই সমস্ত কথাও মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এবং তার ওপর আমল করার চেষ্টা করবেন যা অন্যান্য বক্তারা নিজেদের বক্তৃতায় বর্ণনা কর বেন। অনেক কথাই এমন হয়ে থাকে যা ঈমান বর্ধনেরও কারণ হয় আর আধ্যাত্মিকতায় উন্নতিরও কারণ হয়। আর সাময়িকভাবে শুধু নারাহ্ উচ্চোকিত করেই আনন্দিত হবেন না বরং সেগুলোকে নিজেদের জীবনের স্থায়ী অংশ করে নিন।

আমি যেভাবে বলেছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভাষায় কয়েকটি কথা বর্ণনা করব যেন তাঁর (আ.)- বাণী সরাসরি কর্ণগোচর হয় এবং মন-মস্তিষ্কে প্রবেশ করে এবং সেই আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সাধিত হয় যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের মাঝে দেখতে চেয়েছেন। এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"আমি বারংবার নিজ জামাতকে বলেছি যে, তোমরা শুধু এই বয়আতের ওপরই নির্ভর করো না, যতক্ষণ এর অন্তর্নিহিত বাস্তবতা উপলব্ধি না করবে ততক্ষণ মুক্তি লাভ হবে না। তিনি বলেন, খোসা পেয়ে যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট হয়ে যায় সে শাস লাভ থেকে বঞ্চিত থাকে। অর্থাৎ তোমরা যদি কেবল এতেই সন্তুষ্ট থাক যে, আমি ফলের খোসা পেয়ে গেছি তাহলে এটি কোন উপকারী জিনিস নয়, আসল ফল থেকে তুমি বঞ্চিত থেকে যাবে। বুদ্ধিমান সে-ই যে খোসা নয় বরং ফলের শাস লাভের চেষ্টা করে। তিনি আরো বলেন, যদি মুরীদ বা শিষ্য আমল বা কর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে পীরের বুযুর্গী তার কোন উপকারে আসে না। অর্থাৎ যদি বয়আত গ্রহণের পর নিজের আমল বা ব্যবহারিক অবস্থার সংশোধন না কর, আর শুধু এতেই আনন্দিত থাক যে, যাকে আমি মান্য করেছি তিনি আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক প্রেরীত মহাপুরুষ তাহলে কোন লাভ হবে না। আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক প্রেরীত ব্যক্তির বুযুর্গী বা পুণ্য নিজের জায়গায় অবশ্যই সঠিক এবং সত্য, কিন্তু মান্যকারী সেই পুণ্য বা বুযুর্গী থেকে তখনই লাভবান হবে যখন তার নিজের আমল বা কর্মও সেই বুযুর্গের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তার কথা অনুযায়ী হবে। তিনি বলেন, কোন চিকিৎসক যখন কাউকে কোন ব্যবস্থাপত্র লিখে দেয় এবং সেই ব্যবস্থাপত্র নিয়ে সে যদি তা তাকের ওপর রেখে দেয় তাহলে তার আদৌ কোন লাভ হবে না। কেননা উপকার বা লাভ তো লিখিত ব্যবস্থাপত্রের উপর অনুশীলনের ফল। সে যদি প্রদত্ত ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ঔষধ প্রস্তুত করে বা সেই ঔষধ ক্রয় করে তা ব্যবহার করে তবে লাভ হবে। তিনি বলেন, কিন্তু তা থেকে সে নিজেই বঞ্চিত। অর্থাৎ ব্যবস্থাপত্র নিয়েছে ঠিকই কিন্তু আমল না করে অর্থাৎ তা ব্যবহার না করে তা থেকে নিজেই নিজেকে বঞ্চিত করেছে। তিনি বলেন, বারবার কিশতিয়ে নূহ পাঠ কর আর নিজেকে এর শিক্ষার অনুরূপ তৈরী কর। এরপর বলেন, 'قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا' (সূরা আশ্-শামস: ১০)। অর্থাৎ নিশ্চয় সে-ই সফলকাম হয়েছে যে তাকওয়ায় উন্নতি করেছে। তিনি বলেন, এমনিতে তো শত সহস্র চোর, ব্যভিচারী, পাপী, মদ্যপ ও অপকর্মশীল মহানবী (সা.)-এর উম্মতী হওয়ার দাবি করে, কিন্তু প্রশ্ন হলো তারা কি আসলেই এমন। কখনোই নয়। প্রকৃত উম্মতী সে-ই যে মহানবী (সা.)-এর শিক্ষার ওপর পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত।

(মালফুযাত, 8র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩২-২৩৩)

অতঃপর বয়আতের মান সম্পর্কে আরো বিস্তারিত উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

"অনুরূপভাবে যে বয়আত এবং ঈমানের দাবি করে তাকে পরীক্ষা করে দেখা উচিত যে, আমি কি কেবলই খোসা নাকি আমারা মাঝে শাসও রয়েছে। যতক্ষণ শাস সৃষ্টি না হবে ঈমান, ভালোবাসা, আনুগত্য, বয়আত, বিশ্বাস, শিষ্যত্ব এবং মুসলমান হওয়ার দাবি প্রকৃত বা সত্য দাবি নয়। স্মরণ রেখো, এটি সত্য কথা যে, আল্লাহ্ তা'লার কাছে শাস ব্যতিরেকে খোসার কোনই মূল্য নেই। ভালোভাবে স্মরণ রেখো, মৃত্যু কখন উপস্থিত হবে সেটি জানা নেই। কিন্তু মৃত্যু আসা অনিবার্য। অতএব নিছক দাবির ওপরই পরিপূর্ণ ভরসা করো না আর আনন্দিত হইও না। এটি কখনোই কল্যাণকর নয়। যতক্ষণ মানুষ নিজের ওপর বহু মৃত্যু আনয়ন না করবে এবং বহু পরিবর্তন ও বিপ্লব সাধন না করবে ততক্ষণ সে মানব জীবনের মূল উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারবে না।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬৭)

এই মৃত্যু কী? এই মৃত্যু হলো ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেওয়া। পৃথিবীর জাঁকজমক আমাদের সামনে রয়েছে। প্রতিটি পদক্ষেপে,বিশেষত এসব দেশে,আল্লাহ্ তা'লার পথ থেকে বিচ্যুত করার প্রচেষ্টায় বিভিন্ন উপরকরণ তৈরী হয়েছে, সেগুলো থেকে নিজেকে রক্ষা করাই হল সেই মৃত্যু। পুনরায় তিনি বলেন,

"পৃথিবীর বর্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। আমাদের নবী করীম (সা.) নিজের আমল দ্বারা এটি দেখিয়েছেন যে, তাঁর জীবন এবং মৃত্যু সবকিছুই আল্লাহ্ তা'লার জন্য। কিন্তু আজ পৃথিবীতে মুসলমানদের অবস্থা লক্ষ্য কর। কাউকে যদি বলা হয়, তুমি কি মুসলমান? তাহলে সে বলে যে, আলহামদুলিল্লাহ্। যার কলেমা পাঠ করে তাঁর জীবনের সকল নীতি তো খোদা তা'লার সন্তুষ্টির জন্য ছিল কিন্তু এদের জীবন ও মৃত্যু পৃথিবীর জন্যই হয়ে থাকে, যতক্ষণ না মৃত্যুর ধ্বনি গলা থেকে বের হয় (এবং শেষ সময় উপস্থিত না হয় আর প্রাণ বায়ু বের হওয়ার উপক্রম হয়।) তিনি বলেন, আত্মসন্তুষ্টি বিচক্ষণ ব্যক্তির কাজ নয়। কোন এক ইহুদীকে এক মুসলমান বলে যে, তুমি মুসলমান হয়ে যাও। সে উত্তরে বলে, শুধু মুসলমান নাম নিয়েই তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যেও না। আমি আমার ছেলের নাম খালেদ রেখেছিলাম, কিন্তু সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই তাকে কবরস্থ করে এসেছি। খালেদ নাম রাখার কারণেই সে অমরত্ব লাভ করেনি।" সে বলে যে, বেচারা সন্ধ্যায়ই মারা গেছে এবং আমি তাকে দাফন করে এসেছি।

তিনি (আ.) বলেন, "অতএব সত্য সন্ধান কর। কেবল নাম নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে যেও না। মহানবী (সা.)-এর উম্মতি আখ্যায়িত হয়ে কাফেরের মত জীবন যাপন করা কতই না লজ্জার কথা। তোমরা নিজেদের জীবনে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উত্তম আদর্শ অনুসরণের চেষ্টা কর আর অনুরূপ অবস্থা সৃষ্টি কর।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮৭)

একবার কতিপয় ব্যক্তি তাঁর (আ.) কাছে উপস্থিত হয় এবং বয়আতও করে। বয়আতের পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাদেরকে কিছু নসীহত করেন। তিনি (আ.)বলেন-

"বয়আত করেই কারো এটি মনে করা উচিত নয় যে, এটি সঠিক পথ আর এর কারণে সে বরকত লাভ করবে।" তিনি বলেন, "পুণ্যবান ও মুত্তাকী হও, এই সময়গুলো দোয়ায় অতিবাহিত কর।" তিনি আরও নসীহত করে বলেন, "কুরাআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা ঈমানের সাথে আমলে সালেহ বা সৎকর্মের কথাও বলেছেন। আমলে সালেহ্ এমন কর্মকে বলা হয় যাতে বিন্দু পরিমাণও ত্রুটি থাকে না। স্মরণ রেখো! মানুষের আমল বা কর্মের পেছনে সবসময় চোর ওত পেতে থাকে। আর তা কী? তা হলো রিয়াকারী, (অর্থাৎ লোক দেখানোর জন্য কোন কাজ করা) আত্মশ্লাঘা (অর্থাৎ কোন নেক কর্ম করে নিজ মনে খুবই আনন্দিত হওয়া যে, আমি অনেক পুণ্যের কাজ করে ফেলেছি।) আর এভাবে বিভিন্ন প্রকার পাপ বা অপকর্ম যা তার দ্বারা সাধিত হয় যেগুলোর মাধ্যমে আমল বাতিল হয়ে যায়। আমলে সালেহ্ হলো এমন পুণ্যকর্ম যাতে অত্যাচার, আত্মশ্লাঘা, লৌকিতা, অহংকার এবং মানুষের অধিকার হরণের চিন্তাও মনে স্থান পায় না। তিনি বলেন, আমলে সালেহর কারণে মানুষ যেভাবে পরকালে রক্ষা পায় তেমনি ইহজগতেও রক্ষা পায়। যদি পুরো পরিবারের মাঝে এক জনও সৎকর্মশীল হয় তাহলে পুরো পরিবার রক্ষা পায়। নিশ্চিত জেনো, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার মাঝে আমলে সালেহ বা সৎকর্ম না থাকবে কেবল মান্য করা কোন কাজে আসবে না। একজন চিকিৎসক ব্যবস্থাপত্র লিখে দিলে এর অর্থ হয়ে থাকে, যা কিছু তাতে লেখা হয়েছে তা যেন গ্রহণ করা হয়। যদি সে সেই সমস্ত ঔষধ ব্যবহার না করে আর ব্যবস্থাপত্র নিয়ে তা রেখে দেয় তাহলে তার কিইবা লাভ হবে। তিনি বলেন, তোমরা এখন তওবা করেছ। তাই ভবিষ্যতে খোদা তা'লা এটি দেখতে চান যে, এই তওবার মাধ্যমে তোমরা নিজেদেরকে কতটা পবিত্র করেছ। এখন হলো সেই যুগ যখন খোদা তা'লা তাকওয়ার মাধ্যমে পার্থক্য নিরুপণ করতে চান। অনেকেই আছে যারা খোদা তা'লার প্রতি অভিযোগ করে, আর নিজেদের 'নফস' বা অবাধ্য প্রবৃত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। মানুষের নিজের প্রতি অত্যাচারই ক্ষতির কারণ নতুবা আল্লাহ্ তা'লা তো বড়ই দয়ালু এবং কৃপালু। মানুষ যদি কোন ক্ষতির সম্মুখিন হয় তাহলে সেটি তার নিজের কারণেই হয়ে থাকে কেননা সে নিজের ওপরই অত্যাচার করে। আল্লাহ্ তা'লা কারো প্রতি অন্যায় করেন না, তিনি তো বড়ই দয়ালু এবং কৃপালু। তিনি বলেন, অনেকে এমন আছে যারা নিজেদের পাপ

সম্পর্কে অবহিত থাকে কিন্তু অনেকেই এমনও আছে যারা এতটাই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যে, নিজেদের পাপ সম্পর্কে কোন জ্ঞানই রাখে না। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'লা সবসময়ের জন্য ইস্তেগফারের ব্যবস্থা করিয়েছেন।" অতএব অনেক বেশি ইস্তেগফার করা উচিত আর বিশেষ করে এই দিনগুলোতে তা অনেক বেশি পাঠ করা উচিত। আপনারা দোয়া করুন, জলসার পরিবেশই হলো দোয়া করার, আর অনেক বেশি দরূদ পড়ার পাশাপাশি ইস্তেগফারও অধিক পরিমাণে করুন। তিনি বলেন, প্রকাশ্য হোক বা গোপন, কেউ জানুক বা না জানুক, হাত এবং পা আর জিহ্বা এবং নাক ও চোখের সাথে সম্পর্কিত সকল প্রকার পাপ থেকে মানুষ যেন ইস্তেগফার করতে থাকে। আজকাল আদম (আ.) এর দোয়া অনেক বেশি পাঠ করা উচিত। رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ (সূরা আল্-আ'রাফ: ২৪)। অর্থাৎ হে আমাদের প্রভূ-প্রতিপালক! আমরা নিজেদের উপর অত্যাচার করেছি। তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না কর এবং আমাদের প্রতি দয়া না কর তবে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব।" হুযূর (আ.) বলেন, "এ দোয়াটি প্রথমেই গৃহীত হয়েছিল।" আল্লাহ্ তা'লা যখন থেকে এই দোয়াটি শিখিয়েছেন তখন থেকে এই দোয়াটি গৃহিত হয়েছে। হুযূর (আ.) বলেন, "উদাসীনতার মাঝে জীবনযাপন করো না।" এই দোয়া শেখানো হয়েছে কবুল করার জন্য। কাজেই সচেতনতার সাথে এ দোয়া করা উচিত। "যে ব্যক্তি উদাসীনতার মাঝে জীবন অতিবাহিত করে না তার অসহনীয় কোন বিপদের সম্মূখীন হওয়ার সম্ভাবনা নেই।" যদি উদাসীনতার মাঝে জীবন না কাটে তবে বিপদে আসবে না। "ইঙ্গিত না দিয়ে কোন বিপদ আসে না।" হুযূর (আ.) বলেন, "যেভাবে এই দোয়া আমার প্রতি ইলহাম হয়েছে - রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদেমুকা, রাব্বি ফাহফাযনী, ওয়ান সুরনী, ওয়ার হামনী।" এ দোয়া অনেক বেশি পড়া উচিত।

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭৪-১৭৬)

একবার এক বৈঠকে হযরত মৌলভী আব্দুল করিম সাহেব (রা.) নিবেদন করলেন, হুযূর! পারস্পারিক একতা সম্পর্কেও কিছু উপদেশ করুন। এ কথা শুনে হুযূর (আ.) উপদেশ দেন। যার কিয়দাংশ এখন আমি আপনাদের সম্মূখে উপস্থাপন করছি। হুযূর (আ.) বলেন,

"আমি মূলত দুটি বিষয় নিয়েই আবির্ভুত হয়েছি। প্রথমতঃ আল্লাহ্ তা'লার তওহীদ বা একত্ববাদ অবলম্বন কর এবং দ্বিতীয়তঃ পরস্পর ভালোবাসা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন কর। সেই দৃষ্টান্ত স্থাপন কর যা অন্যদের নিকট নিদর্শনরূপে বিবেচিত হবে। আর এই নিদর্শনমূলক বৈশিষ্ট্যই সাহাবীদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছিল। كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ (আলে ইমরান, আয়াত: ১০৪) অর্থাৎ স্মরণ রেখো! পারস্পারিক সম্প্রীতি সৃষ্টি হওয়া একটি নিদর্শন। স্মরণ রেখো! তোমাদের প্রত্যেকেই নিজের জন্য যা পছন্দ করে ভাই-এর জন্য যদি তা পছন্দ না করে সে আমরা জামাতভূক্ত নয়। তিনি আরো বলেন। স্মরণ রেখো! বিদ্বেষ দূরীভূত হওয়া মাহদীর সত্যতার লক্ষ্যণ, সেই লক্ষ্যণ কি পূর্ণ হবে না?" অর্থাৎ মাহদীর আবির্ভাবের ফলে পারস্পারিক হিংসা বিদ্বেষ দূরীভূত হবে। তিনি বলেন, "অবশ্যই এটি পূর্ণতা লাভ করবে। তোমরা কেন ধৈর্য্য ধারণ কর না? চিকিৎসা শাস্ত্রের একটি নীতি হল, কিছু রোগে অস্ত্রপচার না করা পর্যন্ত রোগ দূর হয় না। আমার মাধ্যমে এক পুণ্যবান জামাতের জন্ম হবে। পারস্পারিক শত্রুতার কারণ কী? এর কারণ হল কার্পন্য, আত্মশ্লাঘা এবং অহমিকা। তিনি বলেন, "তাঁর জামাত অবশ্যই উন্নতি করবে। পৃথিবীতে বড় বড় নিষ্ঠাবান আহমদীর জন্ম হচ্ছে। যারা নিজেদের আবেগ অনুভূতি নিয়ন্ত্রন করতে পারে না, প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসার পরিবেশে জীবনযাপন করতে পারে না এমন মানুষের স্মরণ রাখা উচিত যে, তারা স্বল্পদিনের মেহমান যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। আমি কারো জন্য নিজের উপর আপত্তির করার সুযোগ দিতে চাই না। এমন ব্যক্তি যে আমার জামাতভূক্ত হয়ে আমার ইচ্ছার অধীনে চলবে না সে শুষ্ক শাখাস্বরূপ, সেটিকে কর্তন করা ছাড়া মালির কোন উপায় নেই। শুষ্ক শাখা সতেজ শাখার সাথে যুক্ত থেকে পানি শোষণ করে নেয় ঠিকই কিন্তু সেই পানি তাকে সতেজ করতে পারে না বরং তা সেই শাখা সতেজ শাখার জন্য ক্ষতির কারণ হয়। তাই স্মরণ রেখো! যে নিজের চিকিৎসা করে না আমার সাথে সে থাকতে পারে না ।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা:৪৮-৪৯)

অতএব, যারা পারস্পরিক বিদ্বেষ বৃদ্ধি করে তাদের জন্য সত্যিই ভয়ের কারণ। যেখানে এ যুগে আমরা সেই ব্যক্তিকে মেনেছি যিনি সংশোধনের জন্য এসেছেন সেখানে আমাদের এ উদ্দেশ্যে চেষ্টাও করা উচিত। তাঁর কথা মেনে চলা এবং সেগুলোকে বাস্তবায়িত করা প্রয়োজন।

মানবতা সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে তিনি বলেন, "মানবতা কী আর মানবতার মানদন্ডই বা কী? একজন মুমিন কেমন হওয়া উচিত? এই সম্পর্কে তিনি বলেন, "ইনসান শব্দ আসলে উনসান শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ যার মাঝে দুটি সত্যিকার 'উনস' (ভালোবাসা) থাকে। একটির সম্পর্ক আল্লাহ্ তা'লার সাথে আর অন্যটি হল মানবতার প্রতি সহানুভূতি। এ দুটি 'উনস' বা ভালবাসা যখন সৃষ্টি হয় তখনই সে মানুষ আখ্যায়িত হয়।" আর মানবতার এটিই নির্যাস অর্থাৎ দুটি সম্পর্ক তৈরী কর। একটি আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক তৈরী করা অপরটি পারস্পারিক অধিকার প্রদান করা। "এই পর্যায়েই মানুষকে উলুল আলবাব বলা হয়। যতক্ষন পর্যন্ত এটি নেই, (মানুষ) কোন মূল্য রাখে না। শত সহস্র দাবি কর না কেন, আল্লাহ্ তা'লা, তাঁর রসূল এবং ফিরিস্তাগণের নিকট (এ সবই) তুচ্ছ।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬৮)

আল্লাহ্ তা'লা জাগতিক কাজকর্ম করতে বারণ করেন না বরং নির্দেশ দেন যে, তোমরা অলস বসে থাকবে না, কাজ কর। কিন্তু উদ্দেশ্য যেন বস্তুজগৎ না হয়, বরং খোদার সন্তুষ্টি যেন উদ্দেশ্য হয়। এটি সব সময় সামনে রাখা চাই। জাগতিক নেয়ামত অর্জনের যেখানে চেষ্টা থাকবে সেখানে পারলৌকিক কল্যাণরাজি অর্জনের জন্যও পুর্ণ চেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে। এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে একবার তিনি (আ.) বলেন, "আল্লাহ্তা'লা যে দোয়া শিখিয়েছেন رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً (আল- বাকারা: ২০২) এখানেও দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোন দুনিয়াকে? হাসানাতুদ্ দুনিয়াকে অর্থাৎ যা পরকালে কল্যাণে পর্যবসিত হবে। এই দোয়া শেখানো থেকে স্পষ্ট হয় যে, মুমিনকে দোয়াতে পারলৌকি 'হাসানাত' বা কল্যাণকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। আর হাসানাতুদ্ দুনিয়া'-য় জাগতিক আয় উপার্জনের সর্বোত্তম পথ বা মাধ্যমের কথাও এসেছে যা একজন মুমিন-মুসলমানকে জাগতিক আয় উপার্জনের জন্য অবলম্বন করা উচিত। অতএব, জাগতিক আয়-উপার্জন এমন পথে কর যেখানে কল্যাণ রয়েছে।" অতএব জাগতিক আয়-উপার্জন নিষেধ নয় কিন্তু এমন ভাবে কর যেভাবে করলে তাতে কল্যাণ নিহিত থাকে। "সেটি কখনোই অন্যের অধিকার হরণ করে বা অন্যের ক্ষতি করে অথবা অন্যের সম্পত্তি কুক্ষিগত করে নয়। সেই পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে নয় যার ফলে অন্যের ক্ষতি হতে পারে এবং নিজেদের মধ্যে যা লজ্জার কারণ হতে পারে। এমন জাগতিক আয়-উপার্জন (যা অন্যের ক্ষতির কারণ হয় না) অবশ্যই পারলৌকিক কল্যাণের কারণ হবে।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৯১-৯২)

এমন জাগতিক আয়-উপার্জনকারী পারলৌকিক কল্যাণের কারণ হবে কেননা, তারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য এবং তাঁর সৃষ্টির জন্য আর তাঁর ধর্মের জন্যে খরচও করে।

তিনি বলেন," আমাদের জামাতে সেই ব্যক্তি অন্তর্ভূক্ত হয় যে আমাদের শিক্ষাকে নিজের জীবনের কর্মবিধি হিসেবে অবলম্বন করে। নিজের সাধ্য এবং সামর্থ অনুসারে আমল করে কিন্তু যে শুধু নাম লিখিয়ে শিক্ষা অনুসারে কাজ করে না তার স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা এই জামাতকে একটি বিশেষ জামাতে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এমন ব্যক্তি যে সত্যিকার অর্থে জামাতভূক্ত নয় শুধু নাম লিখেয়ে জামাতভূক্ত হতে পারে না।" অর্থাৎ যদি সত্যিকার অর্থে যদি জামাতী শিক্ষা মেনে না চলে এবং সেই সব কথা মেনে না চলে। তিনি বলেন, "শুধু নাম লিখিয়েই জামাতভূক্ত হতে পারে না। তার জীবনে কখনো এমন সময় আসবে যখন সে পৃথক হয়ে যাবে। তাই যতটা সম্ভব নিজেদের আমলকে সেই প্রদত্ত শিক্ষার অধীনস্থ কর। আমল বা সৎকর্ম ডানা-তুল্য। সৎকর্ম ছাড়া মানুষ আধ্যাত্মিক ধাপ অতিক্রমের জন্য উন্নীত হতে পারে না।" যেভাবে পাখি ডানা উপর ভর করে উড়ে, মানুষের কর্মও আধ্যাত্মিকভাবে তার উড্ডয়নে সহায়ক হয়ে থাকে। তিনি (আ.) বলেন, "আর সেই সকল মহান লক্ষ্য সে অর্জন করতে পারে না যা এর অধীনে থাকে। পাখিদের বোধ-বুদ্ধি থাকে, যদি তা কাজে না লাগায় তবে তারা যে কাজ করে তা করা সম্ভব নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ মৌমাছির যদি বুদ্ধি না থাকে তাহলে সে মধু উৎপাদন করতে পারে না। অনুরূপ ভাবে প্রশিক্ষন প্রাপ্ত পত্রবাহক পায়রা।" পায়রাকে একস্থান থেকে অন্যত্র পত্র বহনের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। " তাদেরকে কতটা বুদ্ধি খাটাতে হয়, দূর-দূরান্তের

গন্তব্যে তাদেরকে পৌঁছাতে হয়। ” অতীতে এই কাজে পায়রাকেই ব্যবহার করা হত। “ এবং তারা পত্র পৌঁছে দেয়। অনুরূপভাবে পাখিদের দ্বারা বিস্ময়কর সব কাজ নেওয়া হয়। তাই মানুষকে প্রথমে নিজের বোধ বুদ্ধি ব্যবহার করা আবশ্যক। আর তার ভাবা উচিত, আমি যে কাজ করছি এটি খোদার নির্দেশ সম্মত কিনা বা তার সন্তুষ্টির জন্য করছি কিনা?” তাই সব কাজের পূর্বে এটি ভাবা উচিত যে, আমি যে কাজ করতে যাচ্ছি সেই কাজ ধর্ম অনুমোদিত কিনা? আল্লাহ্ অনুমোদিত কিনা, এটি বৈধ কিনা? জাগতিক আয়-উপার্জনের জন্য সকল অবৈধ পন্থা মানুষ অবলম্বন করা আরম্ভ করা উচিত নয়। “এটি দেখার পর যদি সে নিজের বোধ-বুদ্ধি খাটায় তাহলে নিজের হাতে কাজ করা আবশ্যক হয়ে যায়। আলসতা প্রদর্শন করা উচিত নয়। এটি দেখা আবশ্যক যে, শিক্ষা যেন সঠিক হয়। কোন কোন সময় শিক্ষা সঠিক হয়ে থাকে কিন্তু মানুষ নিজের অজ্ঞতা এবং নির্বুদ্ধিতার কারণে বা অন্য কারো দুষ্কৃতি ও ভুল কথায় প্রতারিত হয়। তাই নিরপেক্ষভাবে তাকে ভাবা উচিত।”

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৩৯-৪৪০)

তাকওয়ার গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, “যে কাজের জন্য আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করা হয়েছে তা হল, তাকওয়ার ময়দান ফাঁকা। তরবারি হাতে না নিয়ে তাকওয়া সৃষ্টি হওয়া উচিত। তরবারি হাতে নেওয়া হারাম এবং নিষিদ্ধ। যদি তাকওয়া অবলম্বনকারী হও পৃথিবী তোমাদের সাথে থাকবে। তাই তাকওয়া সৃষ্টি কর। যারা মদ পান করে বা যাদের ধর্মের প্রধান অংশ হল মদ। তাকওয়ার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে না। পূন্যের সাথে তারা যুদ্ধে লিপ্ত। অতএব, আল্লাহ্ তা’লা যদি আমাদের এই জামাতকে এতটা সৌভাগ্যশালী করেন যে, তারা যদি পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাকওয়ার ময়দানে উন্নতি করে তাহলে এটিই বড় সফলতা এরচেয়ে বেশি উপকারি কিছুই হতে পারে না। এখন সারা পৃথিবীর ধর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখবে আসল উদ্দেশ্য তাকওয়া হারিয়ে গিয়েছে। পৃথিবীর প্রভাব-প্রতিপত্তিকে খোদার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। সত্যিকার খোদা অন্তরালে চলে গেছেন। প্রকৃত খোদার অসম্মান করা হচ্ছে। কিন্তু খোদা চান, এখন যেন তাঁকে মানা হয়, পৃথিবী যেন তাঁকে চিনে। যারা এই বস্তুজগৎকে খোদা মনে করে তারা তাওয়াক্কুল বা খোদার উপর আস্থাশীল বলে গণ্য হতে পারে না।”

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা:৩৫৭-৩৫৮)

তিনি বলেন, “আল্লাহ্‌র ভয়াবহ আযাব নাযিল হতে যাচ্ছে।” এটি একটি কঠিন সতর্কবাণী। “তিনি পবিত্র এবং অপবিত্রের মাঝে একটি পার্থক্য সৃষ্টি করতে চান। তিনি যখন দেখবেন যে, তোমাদের হৃদয়ে কোন প্রকার পার্থক্য নেই তিনি তোমাদেরকে ফুরকান (সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য নিরুপনকারী) দিবেন। বয়াত করে মানুষ অঙ্গিকার করে যে, ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিব, কিন্তু যদি কর্মে এটিকে সত্য প্রমাণ না করে আর অঙ্গিকারের বিশ্বস্ততা প্রকাশ না করে তাহলে আল্লাহ্ তার পরোয়া কেন করবেন? এভাবে যদি শতজনও যদি মারা যায় তবে আমরা এটিই বলব যে, সে নিজের মাঝে পরিবর্তন আনয়ন করে নি। আর তার মধ্যে সত্য এবং তত্ত্বজ্ঞানের জ্যোতি অনুপস্থিত যা হৃদয়ের অন্ধকার দূর করে, হৃদয়কে দৃঢ় বিশ্বাস এবং প্রশান্তি দেয়। এ করণেই সে ধ্বংস হয়েছে।”

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭১)

আজকেও পৃথিবীতে যে অবস্থা বিরাজ করছে তা পৃথিবীর পরিণাম সম্পর্কে মানুষকে চিন্তা করতে বাধ্য করছে। সম্প্রতি একবন্ধু বলছিলেন, পৃথিবী খুব দ্রুত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, আমাদের কী হবে? এর উত্তর তো হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর এক পঙক্তিতেও দিয়েছেন। এখানেও এর বিষদ বিবরণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

“ সর্বত্র আগুন বিরাজ করছে। প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকে রক্ষা করা হবে, যে সকল বিস্ময়ের আধার খোদাকে ভালোবাসে।”

(দুররে সমীন,উর্দু, পৃষ্ঠা-১৫৪)

সুতরাং এটিই হল আসল বিষয়। খোদার সাথে আমাদের সম্পর্ক দৃঢ় করতে হবে। আর যেখানেই খোদার প্রাপ্য আমরা প্রদান করব সেখানে তাঁর বান্দাদের অধিকারও আমাদের প্রদান করতে হবে। সে সকল পূণ্য অর্জনের চেষ্টা করতে হবে যা খোদা উল্লেখিত নীতি অনুযায়ী পুণ্য বলে গণ্য হয় এবং পাপ থেকে বাঁচার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। সেই সকল পাপ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতে হবে যেগুলো খোদার পবিত্র দৃষ্টিতে পাপ, যা আল্লাহ্ তা’লা স্পষ্টরূপে আমাদের জন্য কুরআনে বর্ণনা করেছেন। আমাদেরকে হযরত মসীহে মাওউদ (আ.)-এর সত্তায় আমাদের ঈমান আনার পর বিশ্বাস এবং কর্মের ক্ষেত্রে মজবুত এবং দৃঢ়তর হওয়ার চেষ্ট করা উচিত। এ সব বিষয়ই আমাদের মুক্তির কারণ হবে। আর এ বিষয়গুলোই খোদার দৃষ্টিতে পছন্দনীয়। নতুবা সেই বিপ্লব ছাড়া বিভিন্ন জামাতের পঞ্চাশ বছর বা পচাত্তর বছর বা শত বছর পূর্ণ হওয়া অর্থহীন। বস্তুজগতে মানুষ হয়তো এ সব উৎযাপন করে আনন্দিত হয় কিন্তু ধর্মীয় জামাত নয়। আনন্দের বহিঃপ্রকাশ যদি এ উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে যে, খোদার নির্দেশে জীবনযাপনের ক্ষেত্রে আমরা উন্নতি করেছি। আর ভাবিষ্যতে এই ক্ষেত্রে চেষ্টা আরো বেগবান হবে। তাহলে এর বহিঃপ্রকাশ খোদার দৃষ্টিতে পছন্দনীয় এবং বৈধ। সকল পুণ্যের ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার সময় আমাদের অগ্রযাত্রা যদি থেমে যায় বা আমরা পিছিয়ে যাই তাহলে এটি সত্যিই চিন্তার বিষয়। তাই আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কথা সামনে রেখে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সা.)-এর নির্দেশ মেনে চলার ক্ষেত্রে আমাদের কর্ম পদ্ধতিকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। আর এটি সব সময় করে যাওয়া উচিত বা করতে থাকা উচিত। এখানে জামাতের যখন পঁচাত্তর বছর পূর্ণ হবে তখন জামাতের পঁচাত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে যেন আমরা বলতে পারি যে, আমরা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার যে অঙ্গিকার করেছিলাম তার উপর শুধু আমরা প্রতিষ্ঠিতই নই বরং এই ক্ষেত্রে আমরা উন্নতি করছি। আল্লাহ্ তা’লা সাবাইকে এর তৌফীক দান করুন।

জলসার দিনগুলোতে এই তিনদিন বিশেষ করে যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি দোয়ার মাঝে অতিবাহিত করুন। জলসার যে উদ্দেশ্য অনুষ্ঠানমালা শুনার জন্য আপনারা সবাই উপস্থিত থেকে জলসার কার্যক্রম শুনুন। আল্লাহ্ তা’লা সবাইকে তৌফীক দান করুন।

একের পাতার পর.....

যদি সারা বিশ্বের জাতিসমূহ আমার মোকাবেলায় একত্রিত হইয়া যায় এবং এই বিষয়ে পরীক্ষা হয় যে, খোদা কাহাকে অদৃশ্যের সংবাদ দেন, কাহার দোয়া কবুল করেন, কাহাকে সাহায্য করেন, এবং কাহার জন্য বড় বড় নিদর্শন দেখান তবে আমি খোদার কসম খাইয়া বলিতেছি, আমিই বিজয়ী থাকিব। কেহ কি আছ যে, এই পরীক্ষায় আমার মোকাবিলায় আসিবে ও হাজার হাজার নিদর্শন খোদা কেবল এইজন্য আমাকে দিয়াছেন যাহাতে শত্রুরা জানিতে পারে যে, ইসলাম সত্য ধর্ম। আমি নিজের কোন মর্যাদা চাহি না, বরং তাঁহার মর্যাদা চাই যাঁহার জন্য আমি প্রেরিত হইয়াছি। কোন কোন নির্বোধ বলে, অমুক অমুক ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নাই। তাহারা নিজেদের অজ্ঞতার দরুন দুই একটি ভবিষ্যদ্বাণীর কথা উল্লেখ করিয়া বলে যে, ঐগুলি পূর্ণ হয় নাই, যেবাবে দুষ্ট লোকেরা পূর্বের নবীগণের সময়ে এইরূপ করিয়া আসিয়াছে। তাহারা সূর্যের উপর থুথু ফেলিতে চাহে। তাহারা নিজেদের মিথ্যা বানোয়াট দ্বারা নিজেদের কথায় রঙ চড়াইয়া লোকদের ধোঁকা দেয়। তাহারা খোদা তা’লার সুন্নতের খবর রাখে না। তাহার খোদা তা’লার কেতাবসমূহের জ্ঞান রাখে না, বা কাহারো কাহারো জ্ঞান থাকা সত্বেও কেবল দুষ্টামীর দরুন এইরূপ বলে। ইহাদের নিকট ইউনুস নবীও যেন মিথ্যাবাদী ছিল, যাহার শর্তহীন নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নাই। আথম ও আহমদ বেগের জামাতা সম্পর্কে আমার দুইটি ভবিষ্যদ্বাণীর কথা তাহারা বার বার পেশ করে। এই দুইটি ভবিষ্যদ্বাণী নিজেদের শর্ত অনুযায়ী পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কেননা, ঐগুলির সহিত শর্ত যুক্ত ছিল। শর্ত অনুযায়ী ভবিষ্যদ্বাণী দুইটি পূর্ণ হইতে বিলম্ব হয়। এই সকল লোক জানে না, শাস্তি সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া জরুরী নহে। এই বিষয়ে সকল নবীর ঐক্যমত রহিয়াছে। আমি এই ব্যাপারে অধিক লিখিতে চাহি না। কেনন, ইহার বিস্তারিত আলোচনায় আমার পুস্তক পরিপূর্ণ। ভবিষ্যদ্বাণী অনযায়ী আথম তো মরিয়া গেল। আহমদ বেগও ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মরিয়া গেল। এখন ইহারা তাহার জামাতার ব্যাপারে চিৎকার করিতেছে এবং শাস্তি সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র যে সুন্নত আছে তাহা ভুলিয়া যায়। যদি ইহাদের লজ্জা-শরম ও বিচারবোধ থাকে তবে দুইটি তালিকা তৈয়ার করিয়া একটি ঐ সকল ভবিষ্যদ্বাণী লিখুক যাহা তাহাদের জ্ঞানে পূর্ণ হয় নাই এবং অন্য তালিকায় আমি ঐ সকল ভবিষ্যদ্বাণী লিখিব যেগুলি কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। তাহা হইলে ইহারা অবহিত হইবে যে, তাহারা নেহায়েৎ একটি স্বচ্ছ সমুদ্রের তুলনায় এক ফোটা (পানি) পেশ করিতেছে, যাহা তাহাদের দৃষ্টিতে স্বচ্ছ নহে।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন ২২ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৮০-১৮২)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

Title Code: PUNBEN00001

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান

The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

Vol. 1 Thursday,10th Nov, 2016 Issue No. 36

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

“ হুযুরের বক্তব্য উৎকৃষ্ট মানের ছিল। বিশেষ করে নারীর মর্যাদা সম্পর্কে হুযুরের বক্তব্য খুব ভাল লেগেছে ”। ‘দেশের সঙ্গে ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ’ এই বাণী শুনে আমি আনন্দিত হয়েছি।

৩০ শে আগস্ট, ২০১৬ জার্মানির ফ্রাঙ্কথাল শহরে জামাত আহমদীয়ার মসজিদ নূর মসজিদ-এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনা অনুষ্ঠানে সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো’মিনিন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) -এর ভাষণ শুণে অতিথিদের প্রতিক্রিয়া

(শেষ ভাগ)

একজন অতিথি মিসেস শ্যাফার বলেন: আজ আমি হুযুর আনোয়ারের বক্তব্য শুনে ইসলামে নারীদের অধিকার সম্পর্কে অবগত হলাম।

বার্নড হলগার নামে একজন অতিথি বলেন: জামাতের কাজের কারণে ২৫ বছর থেকে চিনি। হুযুর আনোয়ারকেও আমি কিছুকাল থেকে টেলিভিশনে দেখছি। আমি তাঁর সঙ্গে প্রথমবার সাক্ষাৎ করে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। হুযুর-এর একটি বিশেষ প্রতাপ ও তেজ রয়েছে। আমি তাঁর প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে সহমত পোষণ করি।

* ডক্টর উরসুলা নামে একজন অতিথি বলেন: সমগ্র বিশ্বের আহমদীদের দায়িত্ব হুযুরের উপর ন্যস্ত রয়েছে। এটি আমাকে আভিভুত করেছে যে ফ্রাঙ্কথাল-এর মত ছোট জামাতের জন্য হুযুর সময় বের করেছেন। শান্তির শিক্ষা বার বার শোনানো খুবই জরুরী বিষয়। আমি আশা করি হুযুর খুতবার সময়ও হয়তো এমন সব প্রজ্ঞপূর্ণ বিষয় আপনাদের সামনে তুলে ধরেন। মানুষের এটি দরকার।

* মিশেল ব্লমিস্টার নামে একজন অতিথি বলেন: এই পরিবেশটি অতি চমৎকার। আমার কাছে ব্যক্ত করার ভাষা নেই। এই পরিবেশে এমন বিশেষ কিছু আছে যা বর্ণনা করা যায় না। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি এবং পুরো দিন আপনাদের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ লাভ করেছি। হুযুর আনোয়ারে বক্তব্য সকলের শোনা উচিত।

* দুইজন অতিথি বলেন: এখানে আসার আমন্ত্রণ পেয়ে আমরা যারপরনায় আনন্দিত হয়েছিলাম। আমরা এর জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনও করেছি। তারা মুসলমানদের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন যাতে অন্যদের বলতে পারে যে মুসলমানরা শান্তিপ্রিয়। তারা একটি খাম দিয়েছিল যারা মধ্যে ডোনেশন ছিল।

* মার্টিন হেনিং নামে একজন অতিথি যিনি প্রোটেস্টান্ট চার্চের পাদ্রী, তিনি বলেন: ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। জামাত আহমদীয়ার অনুষ্ঠানাদিতে প্রত্যেকটি বিষয়ে তাদের একটি অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। এখানে সমস্ত ধর্মের মানুষের সমাগম দেখে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি। চতুর্থ খলীফাকে আমি ২০ বছর পূর্বে দেখেছিলাম। আমি এটি দেখে অত্যন্ত ব্যথিত যে, সিরিয়াতে আজ এমন একটি শান্তিকামী প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ খিলাফতের নামকে অত্যন্ত অনুচিত ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

* হিলট্রুড সাইববার নামে একজন ভদ্র মহিলা বলেন: হুযুর আনোয়ার যে শিক্ষা আজ উপস্থাপন করলেন তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। বর্তমানে কুরআন মজীদের যুগোপযোগী ব্যাখা করা প্রয়োজন।

* একজন অতিথি আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং বলেন, হুযুর হলেন শান্তির প্রসারক। নারীদের অধিকার প্রসঙ্গে জামাতের দৃষ্টিভঙ্গি দেখে আমি আভিভুত হয়েছি।

*গ্রস ইঞ্জি নামে একজন অতিথি বলেন: হুযুর আনোয়ারের বক্তব্য অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের ছিল। বিশেষ করে নারীদের অধিকার প্রসঙ্গে তার বক্তব্য অসাধারণ ছিল। আজ পর্যন্ত আমি এবিষয়টি এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখি নি।

* ডক্টর রেইনার শুলযি নামে একজন অতিথি বলেন মানুষের অধিকার প্রদান সম্পর্কে হুযুর কথা বলেছেন। বিষয়টি আমার ভাল লেগেছে। আমি ‘ডাই গ্রুনেন’ পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক রাখি। হুযুরের বক্তব্য প্রচারিত হওয়া দরকার।

*গ্রস জুরগেন নামে একজন অতিথি বলেন: হুযুর অত্যন্ত স্পষ্টভাষী। তিনি আমাদের সম্মান বজায় রেখে আমাদের সঙ্গে একই স্তরে এসে নিজের বক্তব্য পেশ করেছেন। আমি ৩ বছর পূর্বে হুযুরকে জলসা সালানায় দেখে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিলাম। এমন ব্যক্তিত্ব বিখ্যাত নয় কেন? এমন ব্যক্তিত্বকে জানা আমার জন্য সৌভাগ্যে বিষয়। আমি পরিবেশ দেখে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছি। বিশেষ করে তাঁবুর সাজ-সজ্জা, এম.টি.এ এবং মোটের উপর সমস্ত ব্যবস্থাপনা আমার খুব ভাল লেগেছে। যেভাবে আমাকে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে তা খুবই ভাল লেগেছে। যে সমস্ত অতিথি ও আহমদীরা এখানে উপস্থিত আছেন তারা তো এমনিতেই ভাল মানুষ। এই বার্তাটি যাদের বিশেষ প্রয়োজন তারা কখনো আসবে না।

* এক ভদ্র মহিলা হুযুর আনোয়ারের বক্তব্যের মধ্যে ইসলামের নারীর মর্যাদা সম্পর্কে শুনে বিস্ময়াভিভুত হয়েছে। তিনি বিশ্বাস করেন যে, এই বক্তব্য শোনার পর হয়তো প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গিই পাল্টে গেছে।

* আহমদ মুসা নামে একজন অতিথি বলেন: আজ এখানে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা উপস্থাপন করা হয়েছে। মিডিয়া ও প্রচার মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে যে চিত্র উপস্থাপন করা হয় সেটি সঠিক নয়। হুযুর বলেছেন যে, স্থানীয় মানুষদেরও মসজিদের উপর অধিকার রয়েছে। এই বিষয়টি আমার খুব ভাল লেগেছে। ইসলামের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হলে আমি আনন্দিত হব।

* শুহের আগিমান নামে একজন অতিথি বলেন: হুযুরকে দেখে আমি আনন্দিত হয়েছি। তিনি যে এখানে এসেছেন তা আমার খুবই ভাল লেগেছে।

* রোজবিথা ওসওয়াল্ড নামে একজন ভদ্রমহিলা বলেন: আমি চাই ফ্রাঙ্কথালে এই ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে অনেক বেশি মানুষ অংশ আগ্রহ রাখুক। আমি নিজেকে এই জামাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে মনে করি। আমি আনন্দিত যে এখানে মসজিদের কোন বিরোধীতা হয় নি। আমি হুযুরর ব্যক্তিত্বে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছি। তিনি খুব সুন্দর সুন্দর কথা বলেছেন। মসজিদ নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়ার পর আমি এখানে আসার চেষ্টা করব। আমি আনন্দিত যে, হুযুর ইসলামে নারীদের মর্যাদা প্রসঙ্গে বলেছেন। তিনি অনেক স্বাধীন।

* হ্যান্স বুরখাউসের নামে একজন অতিথি বলেন: আমি এই অনুষ্ঠানটি দেখে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছি। মুসলমানদের সঙ্গে এই প্রথম আমার সম্পর্ক তৈরী হল। আমি ‘ভাল ইসলাম’ প্রসঙ্গে শুনেছিলাম। আজকে এর অভিজ্ঞতা লাভ করে আনন্দিত। পুরা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা উচ্চমানের ছিল।

* কার্ট লর যিনি শহরের পার্লামেন্টিরিয়ান এবং যিনি ডাই গ্রুনেন পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন তিনি বলেন: ‘দেশের সঙ্গে ভালবাসা ঈমানে অঙ্গ’ এর বাণী শুনে আমি আনন্দিত হয়েছি। বিশেষ করে তুর্কিদের জামাত দেখে তিনি চিন্তিত, কেননা তারা দেশের প্রতি বিশ্বস্ত নয়। কিন্তু হুযুর আনোয়ারে বক্তব্য শুনে মনে হচ্ছে যে, জামাত আহমদীয়া দেশের প্রতি বিশ্বস্ত। ব্যবস্থাপনা প্রতিটি দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তম ছিল। মেজবানরা খুবই ভাল ছিল। বিশেষ করে জামাতের একজন মুরুব্বীর সঙ্গে কথা বলে খুবই ভাল লেগেছে যিনি জার্মান ভাষা খুব ভালভাবে জানেন। আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি। কেননা, অন্যান্য মুসলমানদের ইমাম জার্মান ভাষা একেবারেই বলে না। ধর্ম এবং রাজনিতিকে পৃথক রাখা প্রসঙ্গে আপনাদের মতবাদ খুব ভাল।

* জুরগেন লুডার্স নামে একজন অতিথি বলেন: আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে আমাদের শহর আপনাদেরকে মসজিদ তৈরীর জন্য জায়গা দিতে এত দেরী করেছে। অনেক পূর্বেই আপনাদের জায়গা পাওয়া উচিত ছিল।

****

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir